পঞ্চদশ অধ্যায়

সংবেদন
(Sensation)

১। সংবেদন কাকে বলে? (What is Sensation?) ঃ

(সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ, বাইরের জগতের কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ ঘটে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনা ঐ স্নায়ুর মাধ্যমে যখন মস্তিষ্কে পৌঁছায় তখন ঐ উদ্দীপক সম্বন্ধে যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধের সঞ্চার হয় তাকেই সংবেদন বলে।) মনোবিদ্ সালি (*Sully*) সংবেদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"একটি অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হলে যখন এই উদ্দীপনা মস্তিকে সঞ্চালিত হয় তখন তার দ্বারা সৃষ্ট সহজ মানসিক প্রক্রিয়া হল সংবেদন।"[1]। পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝলক আলো চোখের উপর এসে পড়ল। আমার চোখের উপর আলো পড়তেই, সেই উদ্দীপনা চোখের মধ্যে অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছল এবং উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধের সৃষ্টি হল। প্রথমে আলোর যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ তা হল সংবেদন এবং পরে এই সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করলাম মোটর গাড়ীর হেড লাইটের বিচ্ছুরিত আলোক বলে, তখন তা হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ (Perception)। দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে।[1]

সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ

সংবেদনের সংব্যাখ্যান হল প্রত্যক্ষ

সংবেদন একটি অমূর্ত মানসিক অবস্থা; কারণ, মানুষের মনে সংবেদনের কোন পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। প্রত্যক্ষের সরলতম উপাদানরূপে সংবেদনকে কল্পনা করে নেওয়া হয়।

বাইরের জগতের উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে সংবেদন উৎপন্ন করে। এই সংবেদনের ফলে আমরা বস্তুর গুণগুলিকে জানতে পারি। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক দেহের অর্থাৎ মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে মনের উপর ক্রিয়া করে এবং তারই ফলে সংবেদন হয়। সুতরাং সংবেদনের তিনটি উপাদান; যথা—(১) উদ্দীপক, (২) দেহ অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র এবং (৩) মন।

সংবেদনের তিনটি উপাদান—উদ্দীপক, স্নায়ুতন্ত্র এবং মন

২। উদ্দীপক কাকে বলে? (What is Stimulus?) ঃ

যা দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে সমর্থ তাকেই উদ্দীপক বলে। উদ্দীপক সংবেদনের মূল কারণ। বহির্জগতের কোন বস্তু উদ্দীপক হতে পারে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও

---

1. "Sensation is a simplepsychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity (i.e., outer end) of an afferent nerve when this is propagated to the brain."—Sully

উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। বহির্জগতের কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হলে সংবেদন সৃষ্ট হয়। যেমন, বায়ু-তরঙ্গ কর্ণকে উদ্দীপিত করে শব্দ সংবেদন উৎপন্ন করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক থাকে দেহের ভেতরে। দেহগত পরিবর্তনের ফলেই এই জাতীয় সংবেদন উৎপন্ন হয়।

উদ্দীপক বহির্জগতের বস্তু বা দেহাভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন হতে পারে

এই উদ্দীপক দু'প্রকারে হতে পারে—(১) পর্যাপ্ত উদ্দীপক (Adequate stimulus) এবং (২) অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক (Inadequate stimulus)। যে উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবেই কোন ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে একটি বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট তাকে ঐ ইন্দ্রিয়ের এবং সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক (adequate stimulus) বলে। যেমন, আলোকরশ্মি চক্ষুকে উদ্দীপিত করে দৃষ্টিগত সংবেদন, তরল পদার্থ জিভের উপরে ক্রিয়া করে স্বাদগত সংবেদন, গ্যাসীয় পদার্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে ঘ্রাণ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক (adequate stimulus)। যে উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবে কোন উদ্দীপনা উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ তা উৎপন্ন করে, সেই উদ্দীপক ঐ সংবেদনের অপর্যাপ্ত উদ্দীপক (Inadequate stimulus)। যেমন, দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন, গা বমি বমি করা—এই দৈহিক সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু অনেক সময় কোন পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু দেখা মাত্রই গা বমি বমি করে। এক্ষেত্রে পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু গা বমি বমি করা—এই দৈহিক সংবেদনের অপর্যাপ্ত উদ্দীপক।

পর্যাপ্ত উদ্দীপক ও অপর্যাপ্ত উদ্দীপক

৩। সংবেদনের বৈশিষ্ট্য(Characteristics of Sensation) ঃ

সংবেদনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে যার মাধ্যমে তাকে আমরা অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে নিতে পারি। যথা—

(ক) প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের সরলতম উপাদান হল সংবেদন। সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়। সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হই।

(খ) সংবেদনের উৎস কোন উদ্দীপক। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন আমাদের দেহের উপর ক্রিয়া করে সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে।

সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা (Objective mental state)। অনুভূতি মানসিক অবস্থা হলেও অনুভূতি বস্তুকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার মনের অবস্থা, কোন বস্তুর গুণ নয়। কিন্তু সংবেদন মানসিক অবস্থা হলেও বস্তুকেন্দ্রিক। যেমন, কোন রঙের সংবেদন। এই রঙ কোন বস্তুর গুণ, আমার মনের কোন অবস্থা নয়।

সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা

(গ) সংবেদন মূলতঃ নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অর্থাৎ সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে। ব্যক্তি কী ধরনের সংবেদন লাভ করবে, তা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—তা বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নীল রঙকে ইচ্ছা করলে সবুজ রঙ বলে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

সংবেদন সৃষ্ট হবার পর মন অবশ্য সক্রিয় হয়, কারণ মনের দ্বারা সংব্যাখ্যাত হয়ে সংবেদন প্রত্যক্ষে পরিণত হয়।

(ঘ) সংবেদন যেন জোর করেই আমাদের চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় যদি বিকল না হয় এবং এই সুস্থ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে তাহলে সংবেদন সৃষ্ট হবেই। আকাশপথে যখন উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে তখন এই শব্দ আমাকে শুনতেই হয়, আমি নিজে এই অবস্থা সৃষ্টি করি না।

(ঙ) সংবেদনের মাধ্যমে বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি। সংবেদন ছাড়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সম্পর্ক সম্ভব নয়।

৪। সংবেদনের ধর্ম ও লক্ষণ (Attributes of Sensation) ঃ

মনোবিদ্‌দের মতে সংবেদনকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে সংবেদনের তিন ধরনের ধর্ম বা লক্ষণের দিকে লক্ষ্য আমাদের রাখতে হবে। যথা—(ক) **গুণগত ধর্ম**, (খ) **পরিমাণগত ধর্ম**, এবং (গ) **স্থানীয় ধর্ম**।

(ক) গুণগতধর্ম (Quality) ঃ মনোবিদ্ টিচেনার (*Titchener*)-এর মতে কোন একটি সংবেদনের গুণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপর একটি সংবেদন থেকে পৃথক করে। এই গুণের জন্যই সংবেদনটি ঠিক যা তাই, অর্থাৎ যার জন্য লাল রঙের সংবেদন সবুজ বা নীল রঙের সংবেদন নয়। তেমনি দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত সংবেদনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বর্তমান। এই গুণগত পার্থক্য দু'প্রকারের হতে পারে—**জাতিগত** (generic) এবং **উপজাতিগত** (specific)। যেমন, শ্রবণগত এবং দৃষ্টিগত সংবেদনের যে পার্থক্য তাহল জাতিগত পার্থক্য। আবার মিষ্ট বা তিক্ত উভয়ই স্বাদগত সংবেদন, এদের পার্থক্য উপজাতিগত পার্থক্য। অনুরূপভাবে সবুজ রঙ ও নীল রঙের সংবেদনের পার্থক্য হল উপজাতিগত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদনের সঙ্গে কোন বস্তুর স্পর্শগত সংবেদনের পার্থক্য হল জাতিগত।

গুণগত পার্থক্য দু'প্রকার, জাতিগত এবং উপজাতিগত

জাতিগত পার্থক্যের কারণ হল উদ্দীপক, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুগুলির বিভিন্নতা, যেমন—অক্ষিমূলক স্নায়ু (optic nerve), শ্রবণমূলক স্নায়ু (auditory nerve) ইত্যাদি। এই বিভিন্ন স্নায়ুগুলি এক, না এগুলির গঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেই বিষয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে।

(খ) পরিমাণগত ধর্ম (Quantity) ঃ একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সংবেদন এবং একটা হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক বাতির আলোকের সংবেদন উভয়ই একজাতীয়, অর্থাৎ আলোক-সম্পর্কীয় সংবেদন, তবু এরা ঠিক এক নয়। এক ক্ষেত্রে সংবেদন ক্ষীণ, অন্য ক্ষেত্রে তীব্র। উভয়ের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য বর্তমান।

এই পরিমাণগত পার্থক্য তিন প্রকারের হতে পারে; যথা—(i) **তীব্রতা** (Intensiuy), (ii) **স্থিতিকাল** (Protensity or Duration) এবং (iii) **ব্যাপ্তি** (Extensity)।

মনোবিজ্ঞানী টিচেনার সংবেদনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে চারটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যথা—গুণ, তীব্রতা, স্পষ্টতা ও স্থায়িত্ব। তাঁর মতে স্পষ্টতাও সংবেদনের একটি পরিমাণগত ধর্ম।

(i) তীব্রতা (Intensity) ঃ দুটি একই জাতীয় সংবেদন কম তীব্র বা বেশী তীব্র হতে পারে। যেমন—কোন মানুষের চুপি চুপি কথা বলার শব্দ-সংবেদনের তুলনায় বাজ পড়ার শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা অনেক বেশী এবং ক্ষীণ প্রদীপের আলোক, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক, একটি গোলাপ ফুলের গন্ধ, একগোছা গোলাপ ফুলের গন্ধ—উভয় দৃষ্টান্তে প্রথম সংবেদনের তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদনের তীব্রতা অনেক বেশী। সংবেদনের শক্তি, উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

(ii) স্থিতিকাল (Duration) ঃ প্রত্যেক সংবেদন কিছু সময় ধরে স্থায়ী হয়। যতটুকু সময় ধরে সংবেদনটি স্থায়ী হল তা হল সংবেদনের স্থিতিকাল। যে গানটি শুরু হয়েই থেমে গেল তার শব্দ-সংবেদনের তুলনায় যে গানটি দশ মিনিট ধরে গাওয়া হল তার শব্দ-সংবেদনের স্থিতিকাল অনেক বেশী। একটি বাঁশী বেজেই থেমে যাওয়া, আর একটানা একটি বাঁশীর শব্দ—প্রথম সংবেদনের তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদনের স্থিতিকাল অধিক। অবশ্য স্থিতিকাল উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার কোন কোন সময় উদ্দীপক অন্তর্হিত হবার পরও সংবেদনের রেশটুকু থেকে যায়। এই ক্ষণস্থায়ী সংবেদনকে বলা হয় উত্তর-সংবেদন বা উত্তর-প্রতিরূপ (After sensation or After-image)।

(ii) ব্যাপ্তি (Extensity) ঃ সংবেদনের ব্যাপ্তি মানে যতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কতটুকু জায়গা জুড়ে উদ্দীপনা ঘটছে তার উপর নির্ভর করছে সংবেদনের এই ব্যাপ্তি। প্রথমে আঙুলের অগ্রভাগের সাহায্যে একটি উত্তপ্ত বস্তুকে স্পর্শ করলাম, তারপর সমগ্র করতল দিয়ে সেই উত্তপ্ত বস্তুটি স্পর্শ করলাম। প্রথম তাপ-সংবেদনের তুলনায় দ্বিতীয় তাপ-সংবেদনের ব্যাপ্তি অনেক বেশী। প্রথমে আকাশে একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে, তারপর চাঁদের দিকে তাকালাম। উভয়ই দৃষ্টিগত সংবেদন। হাতের উপর প্রথমে একটি মুদ্রা রাখলাম। তারপর পাশাপাশি আর একটি মুদ্রা রাখলাম। উভয়ই স্পর্শগত সংবেদন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির ব্যাপ্তি অনেক বেশী।

মনোবিদ্ জেমসের মতে ব্যাপ্তি হল সংবেদনের একটি সাধারণ লক্ষণ। দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদন ছাড়াও শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ সংবেদনেরও ব্যাপ্তি আছে। শব্দ কম জায়গা জুড়ে থাকতে পারে বা বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে; যেমন—চড়াই পাখীর আওয়াজ বা বাঘের গর্জনের আওয়াজ। ঘ্রাণ এবং স্বাদ সংবেদনও কম বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে। মনোবিদ্ টিচেনারের মতে দৃষ্টিগত সংবেদনেরই কেবল এই লক্ষণ আছে। শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ-সংবেদনের এই লক্ষণ নেই।

(iv) স্পষ্টতা (clearness) ঃ স্পষ্টতার দিক থেকে এক শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন সংবেদন কম স্পষ্ট, কোন সংবেদন বেশী স্পষ্ট। যেটি চেতনার কেন্দ্রে থাকে সেটি স্পষ্ট, যেটি চেতনার প্রান্তে থাকে সেটি অস্পষ্ট।

(গ) স্থানীয় ধর্ম (Local Character) ঃ আমাদের ইন্দ্রিয়ের দেহগত অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের ফলে সংবেদনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকেই সংবেদনের স্থানীয় ধর্ম বলা হয়। আমি চোখ বুজে রয়েছি, আমার এক বন্ধু পেন্সিল দিয়ে পর পর আমার চোখ, মুখ, কান, কপাল স্পর্শ করতে লাগল। আমি চোখ বুজে থাকলেও বলে দিতে পারব

দেহের কোন অংশটি স্পর্শ করা হচ্ছে। কারণ দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ-সংবেদনের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় ধর্ম। দেহের বিভিন্ন স্থানের স্পর্শকাতরতার ভিন্নতার ফলে এই তারতম্য দেখা যায়।

এছাড়াও সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই হল সংবেদনের **অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য** (Hedonic or Affective tone)। কোন কোন মনোবিদের মতে প্রত্যেক সংবেদনের সঙ্গে একটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগার বোধ জড়িত থাকে। যেমন, খুব তীব্র আলোকের দৃষ্টিগত সংবেদন অস্বস্তিকর মনে হয়, বিকট শব্দের সংবেদন বিরক্তি উৎপাদন করে, অথচ গোলাপজাম্বুফুলের গন্ধের সংবেদন প্রীতিপ্রদ মনে হয়। অবশ্য সংবেদনের 'অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।

সংবেদনের অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য